অভিমত

রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন

আতিকুর রহমান

এটা একটা সুসংবাদ যে, রাঙ্গামাটিতে প্রস্তাবিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচনে কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী হয়েছেন। দূরে-কাছে অনেক জায়গা সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। নির্বাচন কমিটি কোনটি পছন্দ করেন, কে জানে। তবে রাঙ্গামাটির কিছু সাধারণ লোকের সঙ্গে এই অভাজনেরও একটি পছন্দ ও পরামর্শ আছে। সেটি হলো, রাঙ্গামাটি শহরের দক্ষিণ পশ্চিমাংশ জুড়ে অবস্থিত অনাবাদি পাহাড়ি এলাকাটি। এখানে লোকবসিত কম, কয়েক হাজার একর চওড়া টিলা জমি আছে, যা অনুরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানাদি ও শহর গড়ে তোলার পক্ষে অতি উত্তম। ১০৪ নং ঝগড়াবিল মৌজার এই অতিমূল্যবান এলাকাটি শহর সম্প্রসারণ ও প্রতিষ্ঠানাদি গড়ে তোলার দ্বারা কাজে লাগানো যায়। রাঙ্গামাটিবাসী চায়, প্রস্তাবিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়টি এই এলাকায়ই স্থাপিত হোক। এমন উত্তম জায়গা আর দ্বিতীয়টি নেই। ঝগড়াবিলই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পক্ষে সর্বাধিক উপযুক্ত স্থান।

কেন নয়? প্রস্তাবিত এলাকাটি আসামবস্তি-তবলছড়ি সড়কটি দ্বারা ইতিমধ্যেই জেলা শহর ও রাঙ্গামাটি-চিটাগাং মহাসড়কের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে। এই সড়কটির সঙ্গে লিঙ্ক রচনা করে বর্ণিত জায়গা দিয়ে কাপ্তাইগামী আরেকটি সড়ক নির্মাণাধীন, যার কাজ অচিরেই শুরু হওয়ার পথে। জায়গাটির সামনে ঢেউ খেলে বয়ে গেছে কর্ণফুলী। পেছনে, সামনে, ডানে-বাঁয়ে উঁচু পাহাড়ের সারি, নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত নিসর্গ। সহজ যোগাযোগ, পর্যটন-বিনোদন সুবিধা, কোলাহলমুক্ত নির্জনতা এবং সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশ— এই সুবিধাগুলো সবই একটি জ্ঞানপীঠের জন্য উপযুক্ত। আয়তনের বিচারেও এলাকাটি বিরাট ও প্রশস্ত। ভূপ্রকৃতিটি টিলাময় আধা সমতল। হ্রদের বন্যার পক্ষেও নাগালযোগ্য নয়। এটি হবে সত্যিকার এক তপোবনসদৃশ বিশ্ববিদ্যালয়। ঝগড়াবিলবাসীকে ধন্যবাদ দেই, তারা প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টি এখানে স্থাপনের পক্ষে কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্তের মাধ্যমে নিজেদের এই মহৎ আগ্রহের কথা জানিয়েছেন। প্রয়োজনে বন্দোবস্তভুক্ত জায়গাজমি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণে ছাড়তেও তারা প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন। তাদের বসতি এলাকার পাশে এমন একটি উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হওয়া গর্ব ও আনন্দের বিষয় বলে তারা মনে করেন। তাতে নিজেদের ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকারটাও হবে মহৎ।

প্রত্যেক মহৎ কাজের ভিতর একদল স্বার্থান্বেষী লোককে নিজেদের আত্মস্বার্থ উদ্ধারে লিপ্ত হতে দেখা যায়। যেমন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন নিয়ে অনেক টানাহেঁচড়া হয়েছে। শোনা যাচ্ছে : খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও মধ্যবর্তী অঞ্চলের অঞ্চলের প্রভাবশালী মহল অনেক সুযোগ-সুবিধা ও অগ্রগণ্যতার দাবিতে প্ররোচিত করে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টিকে স্থানান্তর করতে জোর তদবীর করে যাচ্ছেন। এই টানাহেঁচড়া দুর্ভাগ্যজনক। যদি এই চেষ্টা সফল হয় তাহলে বুঝতে হবে, পার্বত্যাঞ্চলেও আঞ্চলিকতা ও স্বার্থপরতার স্থান হয়ে গেছে। স্থানান্তরের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে যে, রামগড়, কাপ্তাই, আলুটিলা, গামারীঢালা, চিম্বুক, শৈল হ্রদ ইত্যাদিতে অনেক অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা বিদ্যমান। রাঙ্গামাটি ছাড়া অন্যান্য অঞ্চল, আঞ্চলিক সদর দপ্তর বঞ্চিত, তাই কেন্দ্রীয় আশীর্বাদমুক্ত ইত্যাদি। এই ডামাডোলে স্থান নির্বাচনের ভাগ্য মনে হয় অনিশ্চিত। স্থান নির্বাচন কমিটিও এ নিয়ে বিভ্রান্ত। সুতরাং রাঙ্গামাটিকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীরাও এ নিয়ে সক্রিয় ও তৎপর। স্থান নির্বাচন কমিটি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে, ঝগড়াবিলভিত্তিক ক্যাম্পাসের পক্ষে প্রভাবিত করা প্রয়োজন বলে মনে হয়। রাঙ্গামাটিতে বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন উদ্যোগের পক্ষে সর্বজনীন স্বার্থকে গুরুত্বদানসহ ঝগড়াবিলের উপযোগিতার কথা, জোরে ও দৃঢ়তার সঙ্গে উত্থাপিত হতে হবে। বহিরাঞ্চলের সমর্থন লাভও জরুরি।

এটি হবে জ্ঞানচর্চার মুক্ত পরিবেশ। এখানে সাম্প্রদায়িক অগ্রাধিকার নয়, বরং মেধাগত প্রাধান্যই কেবল শিক্ষা সুযোগের মূলনীতিরূপে গণ্য হতে পারে। মেধাগত উঁচুমানের মাপকাঠিতে শিক্ষার্থী নির্বাচন অবাধ হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। তাতে উপজাতিরা প্রাধান্য পেলে আপত্তির কিছুই থাকবে না।

স্থানীয়ভাবে আঞ্চলিকতার বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারটিও বহুল আলোচিত। আলোচ্য বিশ্ববিদ্যালয়টিকে সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানরূপে কেউ যেন না ভাবেন। এটি হবে জ্ঞানচর্চার মুক্ত পরিবেশ। এখানে সাম্প্রদায়িক অগ্রাধিকার নয়, বরং মেধাগত প্রাধান্যই কেবল শিক্ষা সুযোগের মূলনীতিরূপে গণ্য হতে পারে। মেধাগত উঁচুমানের মাপকাঠিতে শিক্ষার্থী নির্বাচন অবাধ হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। তাতে উপজাতিরা প্রাধান্য পেলে আপত্তির কিছুই থাকবে না। মেধার ভিত্তিতে বঞ্চিত পক্ষ সে যেই হোক, তাকে ঝরে যেতেই হবে। অপরদিকে দেখতে হবে মেধাগুণে উত্তীর্ণ ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীরা যেন আসন স্বল্পতায় না ভোগে। যাচাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ স্থানীয় ছাত্রছাত্রী অবশ্যই অগ্রাধিকার পেতে পারে এবং এদের মধ্যেও অগ্রাধিকারী হবে কম শিক্ষিত পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষার্থীরা। এটা হবে বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

প্রস্তাবিত বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাস রাজনীতি ও সন্ত্রাসের বিষয়টিকেও একাডেমিকভাবে রুখতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে : ক্যাম্পাসে রাজনীতি ও সন্ত্রাস নয়। ক্যাম্পাসে কেবল অভ্যন্তরীণ বেতন-ভাতা, বৃত্তি, ভর্তি ও শিক্ষাই হবে আন্দোলনের বিষয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সবাই যেন এই মূলনীতি বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলে, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

আতিকুর রহমান : গবেষক।

AUG 7 1999